দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 SEP 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

023

দক্ষিণাঞ্চলের ৪টি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুর্দিন

চুয়াডাঙ্গা, ১৯ সেপ্টেম্বর (সংবাদদাতা)।— আই,ডি,এ প্রকল্পের অধীনে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ এবং পুরাতন স্কুল ভবন সংস্কারে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন দুর্নীতি ও কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রকাশ, আলমডাঙ্গা উপজেলার রামদিয়া কাইতপাড়া সরকারী প্রাথমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ২টি অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ ও পুরাতন ভবন দু'টির ছাদ, রিপিয়ারিং, জরাজীর্ণ জানালা-দরজা সংস্কারের জন্য সরাসরি ঢাকা থেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু ঠিকাদার সিডিউল মোতাবেক কোন কাজ করেনি। নিম্নমানের ইট, কাঠ, টিন ব্যবহার করায় ভবন দু'টি অল্প দিনেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অপর দু'টি ভবন সংস্কারের ব্যাপারে দারুণ কারচুপির অভিযোগ রয়েছে। ঠিকাদার দরজা-জানালায় কাল রং লাগিয়ে কোন রকমে ঘষে মেজে কাজ শেষ করে। সেজন্য ১৫ দিন না যেতেই ভবন দু'টির রূপ পূর্বাবস্থায় উপনীত হয়েছে।

এ সংবাদ পাবার পর আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জানা গেছে, এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী জনাব আনছার আলী নীরব ভূমিকা পালন করছেন।

এ ব্যাপারে এলাকাবাসী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জোর দাবী জানিয়েছে।

৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফাটল

কুমারখালী (কুষ্টিয়া)।— এই উপজেলার নন্দলালপুর, সুলতানপুর ও বিরিকয়া গ্রামের ৩টি প্রাথমিক সরকারী বিদ্যালয়ের ছাদ ফেটে গেছে। দেয়ালে প্লাষ্টার চলটা চলটা করে উঠে যাচ্ছে। জানালার কাঠ ও রডগুলো চুরি হয়ে প্রাচীনকালের পোড়োবাড়ির রূপ নিয়েছে। যে কোন সময় ছাদ ধসে পড়ে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

প্রকাশ, উপজেলার কয়া ইউনিয়নে সুলতানপুর বিদ্যালয়টির বিপদ এড়ানোর জন্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে ও পার্শ্ববর্তী উচ্চ বিদ্যালয় কক্ষে পড়াশুনা অব্যাহত রেখেছে। নন্দলালপুর স্কুলটি পার্শ্ব জুনিয়র স্কুলে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পান্টী ইউনিয়নে অবস্থিত বিরিকয়া স্কুলের পার্শ্বে কোন হাইস্কুল না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়া লেখার কাজ চালানো হচ্ছে। এতে লেখাপড়ায় দারুণ বিঘ্ন ঘটছে।

সরকারীকরণ হয়নি

আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালা গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারীকরণের জন্য এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্কুলের ৩১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পরিচালিত হয় ৪ জন শিক্ষক দিয়ে। এলাকার বিত্তবান ও দানশীল লোকেরা কোন রকম সরকারী অনুদান ছাড়াই নানাবিধ অসুবিধা ও অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে স্কুলের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি বিদ্যালয়টি নানাবিধ দুরবস্থার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিলের সংখ্যা নগণ্য। জানালা দরজা ব্যবহারের অযোগ্য হয় পড়েছে। পরিবেশজনিত কারণেও শিক্ষকের শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৬৯ সালে ৬৯ শতাংশ জমির উপর স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এলাকার প্রায় ১০ মাইলের মধ্যে শিশু শিক্ষার জন্য এটি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষকের অভাব

চৌগাছা (যশোর)।— উপজেলার কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলার বেড়গোবিন্দপুর, দীঘল সিংগা, পেটভরা ফতেপুর, ঢেঁকিপুতা, কাবিলপুর ও জাহাঙ্গীরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২ জন ও ৩ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। মাত্র ২ জন শিক্ষকের ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস নেয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা নাম মাত্র বিদ্যালয়ে এসে সময় কাটিয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়।

গত ১৯৮৫ শিক্ষাবর্ষে উক্ত বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় ভালো করেনি। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা না হলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ত্রুটি থেকে যাবে।

৫৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ হয়নি

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)।— সরকারী অনুমোদনের অভাবে ঝিনাইদহ জেলার ৭০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। ফলে এ সব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৭ হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বিদ্যালয়গুলোর সাড়ে ৩শ' শিক্ষক-শিক্ষিকার জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্দিন। তারা আশায় বুক বেঁধে শিশুদের শিক্ষাদান করে আসছেন দীর্ঘ ১৫/২০ বছর ধরে। কালীগঞ্জে ১২টি, ঝিনাইদহ সদরে ১০টি, শৈলকুপায় ১৩টি, হরিণাকুণ্ড উপজেলায় ১২টি, মহেশপুর উপজেলায় ১৬টি, কোটচাঁদপুরে ৭টি বিদ্যালয় এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রসারকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিদ্যালয়গুলোর বয়স ১২ থেকে ২৫ বছর। অথচ আজও সরকারীকরণ করা হয়নি।

১৯৭৯ সালে এক সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি জরিপ কমিটির তদন্ত সাপেক্ষে জেলার ২০টি বেসরকারী উন্নতমানের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে মহেশপুর উপজেলার নেপা, জুগীহুদা ও রাখাল ভোগা, কোটচাঁদপুর উপজেলার বলরামপুর, মুরুটিয়া, সলেমান ওয়াসীর মুন্সী, কালীগঞ্জ উপজেলায় ডাক সামিন, গাড়িয়ালা, বাগডাঙ্গা, ভাটপাড়া ও মোল্লাডাঙ্গা, ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় হুদাপুটিয়া ও কোরাপাড়া, শৈলকুপা উপজেলায় সাধুখালি, কাশিনাথপুর, সারুটিয়া, জলসুকা ও মহিন সানদা এবং হরিণাকুণ্ড উপজেলায় মোরারিধা, সাবেক বিরনী ও ভাদুরবিরনী। কিন্তু এ বিদ্যালয়গুলো এ পর্যন্ত সরকারীকরণ করা হয়নি।

গ্রাম বাংলার অবহেলিত জনপদে গড়ে উঠা এ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করা এবং শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো নিশ্চিত করার জন্যে বিদ্যালয়গুলো সরকারীকরণ একান্ত প্রয়োজন বলে এলাকাবাসী অভিমত প্রকাশ করেছেন।